গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, সিলেট

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য অধিদফতর

স্মারক: ১৫.৫২.৬০৯১.০২৩.১৭.০৫১.২২- ১০৪৫ তারিখ: ২৬.০৯.২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সিলেটের স্থানীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংবাদ, নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও পাঠকের চিঠির মাধ্যমে সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের যে সব আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে তা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

জনস্বার্থে কিছু প্রকাশ করার প্রয়োজন থাকলে আঞ্চলিক তথ্য অফিস, সিলেট (টেলিফোন: ৯৯৭৭০১৫৪০-৩) এবং তথ্য অধিদফতরের ভবন নং ৯ এর ২০৬ নং সংবাদ কক্ষের সঙ্গে (টেলিফোন: ৯৫৪০০১৯, ৯৫১৪৯৮৮, ৯৫১২২৪৬ ফ্যাক্স: ৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০০২৬ ই-মেইল: pidsylhet@gmail.com, piddhaka@gmail.com, piddhaka@yahoo.com যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) পাতা

26.09.24
আশরাফুল ইসলাম ফয়সাল
তথ্য অফিসার
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, সিলেট

বিতরণ:
০১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
০২। ডিআইজি, সিলেট
০৩। মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, সিলেট
০৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ
০৫। পুলিশ সুপার সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ

অনুলিপি:

০১। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সংশ্লিষ্ট নথি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, সিলেট

তথ্য অধিদফতর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

প্রেস ক্লিপিংস

পত্রিকার নাম ও প্রকাশনার স্থান দৈনিক সিলেটের ডাক
সিলেট

তারিখ: 26 SEP 2024

হুন্ডি কারবারীদের নিরাপদ রুট সুনামগঞ্জের সীমান্ত এলাকা

শহীদনূর আহমেদ, সুনামগঞ্জ থেকে ঃ সুনামগঞ্জের ভারতের সাথে প্রায় ১২০ কিলোমিটারের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকাকে ঘিরে সক্রিয় একাধিক চোরাচালানি চক্র। আর এই চোরাকারবারিদের অর্থ লেনদেনের নিরাপদ মাধ্যম হুন্ডি কারবারীদের নিরাপদ ট্রানজিট রুটে পরিণত হয়েছে এই সীমান্ত এলাকা। সূত্র জানিয়েছে, জেলার তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারাবাজার উপজেলার সীমান্তবর্তী বাজার ও গ্রামকে ঘিরে চোরাকারবারীরা গড়ে তুলেছে একাধিক হুন্ডির এজেন্ট। যার মাধ্যমে দুই দেশের টাকা আদান প্রদান হয়ে থাকে । সাম্প্রতিক সময়ে হুন্ডি কারবারিদের হটস্পট হিসেবে দোয়ারাবাজার চিহ্নিত চোরাকারবারী সিন্ডিকেটের কাছে। সম্প্রতি দোয়ারাবাজার উপজেলার বাংলাবাজার ইউনিয়নের দক্ষিণ কলাউড়া সীমান্ত এলাকায় সাড়ে ১৯ লাখ ভারতীয় রুপিসহ হৃদয় মিয়া(২৫) নামের এক হুন্ডি ব্যবসায়ীকে আটক করে বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন বাংলাদেশ (বিজিবি)। ভারতীয় রুপির এই বড় চালান ধরার পর দোয়ারাবাজারসহ জেলার সীমান্ত এলাকায় হুন্ডি কারবারিদের তৎপরতা নিয়ে চলছে আলোচনা । অভিযোগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন সংস্থার কিছু অসাধু সদস্য ও স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র এই অবৈধ কাজে সহায়তা করছেন । অনুসন্ধানে জানা যায়, সীমান্ত উপজেলা দোয়ারাবাজারের বাংলাবাজার, বোগলাবাজার, নরসিংপুর ও লক্ষীপুর ইউনিয়নের সীমান্ত »» ২ এর পৃ. ৪ ক. দেখুন

হুন্ডি কারবারীদের

(শেষ পাতার পর)

বাজারকে কেন্দ্র করে হুন্ডি কারবারি চক্রের একাধিক সিন্ডিকেটে গড়ে উঠেছে। হুন্ডি কারবারিরাই এতদাঞ্চলের সীমান্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাবাজার এলাকার এক গণমাধ্যমকর্মী জানান, হুন্ডি ব্যবসা সীমান্ত এলাকায় এখন ওপেন সিক্রেট বিষয়। এখানে হুন্ডিকারবারিরা প্রভাবশালী। তাদের সিলেট সুনামগঞ্জ বাসা বাড়ি রয়েছে। এব্যাপারে জানতে বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন ২৮ বিজিবি'র অধিনায়ক লে.কর্ণেল একেএম জাকারিয়া কাদিরের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও ফোনকল রিসিভ না করায় বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, সিলেট

তথ্য অধিদফতর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

প্রেস ক্লিপিংস

পত্রিকার নাম ও প্রকাশনার স্থান দৈনিক শ্যামল সিলেট
সিলেট

তারিখ: 26 SEP 2024

ভূমিহীন জয়গুন বিবির কষ্টকথা

দিন কাটে ফেরি দিয়ে রাত কাটে বারান্দায়

আলাউদ্দিন কবির, কুলাউড়া

জয়গুন বিবি। বয়সটা ৬০ পেরিয়ে গেছে কবে। জয়গুনের স্বামী সুনু মিয়া মারা গেছেন প্রায় এক যুগ আগে। এক মেয়ে ছালেকা বেগম (৩৫) ও তার (ছালেকার) দুই ছেলে নিয়ে সংসার। ছালেকার এক ছেলেকে অভাবের তাড়নায় দিয়েছেন দত্তক। আরেক ছেলে সালাম (২০) মানসিক বিকলাঙ্গ। এই তিন জনের সকাল শুরু হয় মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে। হাত পেতে যা পান তা দিয়ে সদাই করে চুলোয় আগুন দেওয়ার মতো সক্ষমতা নেই। দিনটা বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাটিয়ে দিলেও রাত কাটাতে হয় দোকানের বারান্দায়।

ঘরবাড়িহীন জয়গুন বিবির এমন কষ্টকথা কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মনবাজারের অনেক মানুষই জানেন। জানেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিও। বিত্তশালী ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে একাধিকবার ধর্ণাও দিয়েছেন।

সরেজমিন দেখা যায়, হাট-বাজারের বিভিন্ন ফাঁকা অলিগলি ও দোকানের বারান্দার সামনে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাত যাপন করে আসছেন ভূমিহীন অসহায় জয়গুন বিবি। তিনি বলেন, দিনে মানুষের বাড়িত ও বাজারে বাজারে রাইত কাটাইমু। এমন মানবেতর জীবনযাপনের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন জয়গুন বিবি। রাতে যখন কারো দোকানের সামনে ঘুমাতে যাই তখন প্রায় সময় বিষাক্ত সাপ, পোকা-মাকড়সহ মশার আক্রমনের মোকাবেলা করতে হয় বলে জানান। নিজস্ব ঘর বাড়ি না থাকায় তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় শৌচালয় ব্যবহার এবং গোসলের জন্য। জানা যায়, এক সময় ব্রাহ্মণবাজারের কাঁচা বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছড়ার কাছে কিছু (এনিমি) জায়গা ছিলো সেখানে বাঁশ বেতার ঘর তৈরি করে স্বামী সন্তানদের নিয়ে বসবাস করতেন। প্রায় ৩০-৩৫ বছর আগে বন্যার পানিতে সেই জায়গাটি ভেঙ্গে নালায় পরিনত হয়ে যায়। মূলত এরপর থেকেই তাদের আবাস্থল হয়ে উঠে বাজারের বিভিন্ন দোকানের বারান্দা। ষাটোর্ধ বৃদ্ধা জয়গুন বিবির আর্জি মরার আগে আল্লাহ পাক যেন মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেন।

এব্যাপারে কুলাউড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মহিউদ্দিন বলেন, বছরের পর বছর থেকে থেকে এই পরিবারটি ভূমিহীন রয়েছে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। অচিরেই এই পরিবারের কষ্ট লাগবে উদ্যোগ নেব। আশাবাদী সরকারী